কোস্ট শিক্ষা প্রকল্পের মাসিক বুলেটিন

`cY

বর্ষঃ ৬ষ্ঠ, সংখ্যাঃ ৬৩

ফেব্রুয়ারি ২০২৪

মানবিক সহায়তা ও সাড়া প্রদানের অংশ হিসেবে, ইউনিসেফের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় কোস্ট ফাউন্ডেশন রোহিঙ্গা শিশুদের প্রাক প্রাথমিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করছে। ক্যাম্প-১৪ তে কোস্ট ফাউন্ডেশনের ১৫৬টি লার্নিং সেন্টার ও ৯৪ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র, ১৭টি সিবিএলএফ এবং ৫টি মক্তব রয়েছে। যেখানে সর্বমোট ৬২২৫ জন শিক্ষার্থী আনন্দঘন পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণ করছে।

সেতারার স্থিতিস্থাপকতার যাত্রা

শিক্ষা এবং প্রতিকূলতার মধ্যে সহানুভূতির মাধ্যমে আনন্দ আবিষ্কার করা

শ্রেণীর কাজে সেতারার অংশগ্রহণ, ছবি-শাহীনা আক্তার, হোস্ট শিক্ষক

জানতো না হাসতে, জানতো না অন্যদের সাথে মিশতে এমনকি জানতো না কথা বলতে। এক অজানা ভয় তাড়িয়ে বেড়াত তাকে। দিনের পর দিন যায় তবুও আমি তাকে বুঝে উঠতে পারিনা। কেন যেন তাকে নিয়ে আমার এক অদ্ভুত অনুভূতি তৈরী হয়? প্রথমেই শুরু হলো সেতারাকে বুঝা এবং জানার যুদ্ধ আমি থেমে থাকি নি প্রচেষ্টা ছিল নিরন্তর।

তাকে হাসির অনুভূতি বুঝাতে গিয়ে আমি যে কত ধরনের হাসির অভিনয় করেছি তা হিসাব করে রাখা ছিল দুরুহ। অন্য সহপাঠিদের সাথে কিভাবে মিশতে হয় এর অনুভূতি বুঝাতে রীতিমত হাপিয়ে উঠেছিলাম তবুও আমি হাল ছাড়িনি। সেতারা অন্যদের সাথে কথা বলা বা অনুভূতি প্রকাশে বরাবরই আগ্রহী ছিল না, তবে আমি নাছোড়বান্দা ছিলাম যে তাকে কথা বলার আগ্রহে অনুপ্রেরণা দিতে হবেই। অত্যন্ত উৎসাহ এবং আগ্রহের সাথে শিক্ষক শাহিনা আক্তার তার আলাপচরিতায় অভিজ্ঞতার কথাগুলো জানান।
মায়ানমারের নিজ গ্রামে বসবাস কালীন সময়ে সেতারা খুব নিশ্চুপ থাকত কারণ তার সাথে কেউ কথা বলার আগ্রহ দেখাত না। বর্তমানে সে বাংলাদেশে শরনাথী হয়ে ১৪ নাম্বার ক্যাম্পে ব্লক ডি-৩ তে বসবাস করছে। তার বাবা আখতার হোসাইন (নিখোঁজ) মা আম্বিয়া খাতুন (মৃত) সিতারা এখন তার আপন মামা ও মামীর কাছে আশ্রিত। তার শেল্টারের পাশে কোস্ট ফাউন্ডেশন দ্বারা পরিচালিত এরিস্টটল লার্নিং সেন্টারে গ্রেড-৪ এর শিক্ষার্থী হিসেবে অধ্যয়নরত।

যদিও সে ২০১৮ সালে গ্রেড-১ ভর্তি হয় কিন্তু তখন সে কিছুই পড়তে বা লিখতে জানতো না। এমনকি অন্য সহপাঠিদের সাথে মিশতেও চাইত না। তার অভ্যাসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে অপ্রিয় একটা অভ্যাস ছিল সে যখন যাকে সামনে পেত তাকেই মারধর কারার চেষ্টা করত ফলে সহপাঠিরা তাকে ক্লাসে আসতে বাধা দিত। শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে সেতারার মধ্যে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন-নিজের পরিচয় দিতে পারে, নিজের নাম লিখতে পারে, ক্লাসের পড়া সহজে বুঝতে পারে, মারধর করে না, সবসময় হাসি খুশি থাকে এবং শ্রেনীকক্ষে তার উপস্থিতি শতভাগ। এটা শুধু সেতারার সাফল্য অর্জন নয়। শিক্ষক হিসেবে আমাদের জন্য এটা খুবই গর্বের।

সিতারাকে জানার চেষ্টা করা হলে সে যা জানায় যা রীতিমত অবাক করার মতন। সে জানায় আমি এখন কলম দিয়ে লিখতে পারি, মনের ভাব প্রকাশ করতে এখন আর আমি বাধার সম্মুখীন হই না। আমিও জানি হোয়াইট বোর্ডে কিভাবে লিখতে হয় এমনকি পারি বেঞ্চে বসতে।

শিক্ষক হওয়ার এবং অন্যকে সাহায্য করার স্বপ্ন

উম্মে হাবিবা তার স্বপ্ন পূরনে একধাপ এগিয়ে

স্কুল তার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা, ছবি-রফিকা, আরটিএম

উম্মে হাবিবা, একজন রোহিঙ্গা শরণাথী, একজন শিক্ষক হওয়ার এবং তার মতো অন্যান্য শিশুদের সাহায্য করার স্বপ্ন দেখে। একটি শরণাথী শিবিরে বিদ্যুত বা প্রবাহিত পানি ছাড়া বসবাসের চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, সে তার শিক্ষককে ধন্যবাদ জানায় যে স্কুলে যেতে পেরেছিল। কোস্ট ফাউন্ডেশনের একজন রোহিঙ্গা শিক্ষিকা সালমা খাতুন তার বাড়িতে যান এবং তার বাবা-মায়ের সাথে তাদের

মেয়ের শিক্ষার সুবিধা সম্পর্কে কথা বলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে COAST ক্যাম্পে সতেরোটি CBLF স্থাপন করেছে, যেখানে শিশুরা ইংরেজি, গণিত, বার্মিজ, বিজ্ঞান, কলা এবং জীবন দক্ষতা শিখতে পারে।

সে আগ্রহের সাথে সকালের শিফটে যোগ দেয়, যেখানে সে তার বয়সী আরও ১৫ জন মেয়ের সাথে দেখা করেছিলেন। তার প্রিয় বিষয় ইংরেজি এবং বার্মিজ। নতুন শব্দ শিখতে এবং তার সহপাঠী এবং শিক্ষকদের সাথে কথা বলার অনুশীলন করতে পছন্দ করে। তিনি স্বাস্থ্যবিধি, পুষ্টি, সুরক্ষা এবং জীবন দক্ষতা সম্পর্কেও শিখতে পছন্দ করে। এই দক্ষতাগুলি তাকে ক্যাম্পে বসবাসের চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করতে এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতে সহায়তা করে।

উম্মে হাবিবার বাবা-মা তাদের মেয়ের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। সে আরও আত্মবিশ্বাসী, খুশি এবং আশাবাদী। এছাড়াও সে তার ভাইবোনদের বাড়ির কাজে সাহায্য করে এবং সিবিএলএফ-এ সে যা শিখে তা তাদের শেখায়। তার বাবা বলেছেন যে তিনি তার জন্য গর্বিত এবং একজন শিক্ষক হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সে সমর্থন করেন।

সে বলে যে শিক্ষা তার অধিকার এবং তার আবেগ। সে আশা করেন যে একদিন, সে এবং তার পরিবার তাদের স্বদেশে ফিরে যেতে পারবে, যেখানে সে তার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবে এবং তার স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে। সে আরও বলে যে শিক্ষা তার এবং তার সম্প্রদায়ের জন্য একটি উন্নত জীবনের চাবিকাঠি।

শিক্ষাগত উজ্জ্বলতায় ভূমিকা রাখছে কোস্ট লার্নিং সেন্টার

একটি অনন্য লার্নিং হেভেন তৈরিতে সহযোগিতা, ত্যাগ এবং উদ্ভাবনের একটি ঐক্যতান

শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের এবং নিজেদের উভয়ের জন্য একটি ইতিবাচক এবং আকর্ষক পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তারা সাজসজ্জা, ক্লাস পরিচালনা এবং স্বাস্থ্যবিধি রক্ষণাবেক্ষণের মতো বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যস্ততাকে অগ্রাধিকার দেয়। শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে, একটি সহায়ক শিক্ষণ সম্প্রদায় নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষার্থী এবং তাদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখা হয়।

ক্লাস সেশন, সাজসজ্জার পরিকল্পনা এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার সময় শিক্ষকদের মধ্যে সহযোগিতা তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় স্পষ্ট। জরুরী অবস্থার জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ এবং সংঘবদ্ধকরণের উপর ফোকাস করা হয়। পাঠ পরিকল্পনা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, শিক্ষক গাইড এবং পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত করা হয়। শিক্ষাকেন্দ্রের সাজসজ্জাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে দেখা হয়, ইংরেজি ও মায়ানমারে স্পষ্ট লেখা এবং রঙিন ছবি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। সম্প্রদায়ের সংহতি, অনুপস্থিতদের জন্য বাড়িতে পরিদর্শন, এবং পিতামাতা এবং যত্নশীলদের সাথে মাসিক মিটিং শিক্ষাকেন্দ্র এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করে।

কমিউনিটি এডুকেশন সাপোর্ট গ্রুপ (CESG) নিয়মিত মিটিং, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, সম্প্রদায় সংবেদনশীলতা এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সহ সহায়তার

ক্লাস পরিচালনায় ব্যস্ত শিক্ষক, ছবি-মোবারক, হোস্ট টিচার

একটি অতিরিক্ত স্তর যোগ করে। বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম একটি অনুকূল শিক্ষার পরিবেশে অবদান রাখে। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন চাহিদা বোঝার জন্য, শিক্ষকরা প্রতিটি শিক্ষার্থীর ক্ষমতা এবং ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে পৃথক মনোযোগ এবং অভিপ্রায় নির্ধারণকে অগ্রাধিকার দেন।

বসার ব্যবস্থা, স্বপ্নের উৎসাহ, নিয়মিত মূল্যায়ন, নিয়মানুবর্তিতা প্রচার, স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন, এবং রোহিঙ্গা শিক্ষকদের নিবেদিত প্রচেষ্টা, যারা দৃঢ় সম্প্রদায় সংযোগ বজায় রাখে, সম্মিলিতভাবে শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে একটি অনন্য এবং কার্যকর শিক্ষার জায়গায় রূপ দেয়।

ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ মাসের কার্যক্রম

কাজের নাম	সংখ্যা
কমিউনিটি এডুকেশন সাপোর্ট গ্রুপ সভা	১৫১ টি
পেরেন্টেস এন্ড কেয়ার গিভার সভা	১৫১ টি
মাসিক সমন্বয় সভা	১ টি
মাসিক টিচারস/ফ্যাসিলিটেটর রিফ্রেশার্স মিটিং	২ টি
রোহিঙ্গা শিক্ষকদের পিএসইএ, সেইফগার্ডিং প্রশিক্ষণ	৩ ব্যাচ
মাসিক স্টাফ কো-অর্ডিনেশন মিটিং	১টি

যোগাযোগঃ
জসীম উদ্দিন মোল্লা, প্রকল্প ব্যবস্থাপক-০১৯৫৮১৬৩২১৬
www.coastbd.net

এই প্রকাশনাটি তৈরীতে প্রকল্পের সকল পর্যায়ের সহকর্মীগণ তথ্য এবং ছবি দিয়ে সহযোগীতা করেছেন। প্রদর্শিত ছবিগুলো ব্যক্তির অনুমতিক্রমে প্রদান করা হয়েছে।